চৈতন্যে অচলা ভক্তিই চৈতন্যলীলা-তত্ত্ব-জ্ঞানের কারণ ঃ—

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কা'র শক্তি?
সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৬৫ ॥

গদাধরকর্তৃক সগণ প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৬৬ ॥

তথায় গদাধরের নিকট মধুররসে বল্লভের কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ ঃ—

তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল ।
পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্ব-প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥ ১৬৭ ॥

গদাধর-বল্লভ-মিলনে গৌরপ্রীতিলাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ বল্লভ-ভট্টের মিলন ।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রপুরীর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদিগের সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী-গোসাঞি তাঁহাকে 'অপরাধী' বলিয়া বর্জ্জন করেন ; সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞানোপদেশ, —এইসকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন। অতঃপর মহাপ্রভুর ভোজনাদিতেও নিন্দা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুসম্বন্ধ-বুদ্ধিতে কিছু না বলিয়া মৌনভাবে কেবলমাত্র (স্বীয় আহার্য্য) প্রসাদান্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী পুরুষোত্তম ত্যাগ করিলে প্রভু সেই সঙ্কোচ দূর করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রামচন্দ্রপুরীভয়ে ভিক্ষান্ন-সঙ্কোচকারী প্রভুকে বন্দনা ঃ—

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-অবতার ।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু—যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ গৌরের লীলা ঃ—

এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত-সঙ্গে ।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে ॥ ৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর আগমন ঃ—

হেনকালে রামচন্দ্রপুরী-গোসাঞি আইলা ।
পরমানন্দ-পুরীরে আর প্রভুরে মিলিলা ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক আহার ও স্বীয় ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৫। রামচন্দ্রপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া ইঁহাকে মহাপ্রভু এবং পরমানন্দপুরী সম্মান করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (রামচন্দ্রপুরী-ত্যাখ্য-হরিগুরুবৈষ্ণবনিন্দকবাক্যজন্যলৌকিকাশঙ্কাপ্রদর্শনাৎ) লৌকিকাহারতঃ (লোকদর্শন-পরিমিত-ভোজ্যান্নাৎ) স্বং (নিজং) ভিক্ষান্নং (ভোজনপরিমাণং যুক্তাহার্য্যম্ অপি) সমকোচয়ৎ (খর্ব্বীচকার) তং কৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৩। এইস্থানে পাঠান্তরে,—"জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ। জগৎ বাধিল যেঁহো দিয়া প্রেম ফাঁদ।। জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার। কৃষ্ণ অবতারি' কৈলা জগৎ নিস্তার।।"

অমৃতাণুকণা—৫। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীরামচন্দ্রপুরী-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ। জটিলা রাধিকা-শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তম্। অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ।।" যিনি পূর্ব্বে বিভীষণ ছিলেন, তিনি গৌরলীলায় রামচন্দ্রপুরী-নামে খ্যাত। শ্রীরাধার শ্বশ্রূমাতা 'জটিলা' কার্য্যবশতঃ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মহাপ্রভু তাঁহার ভয়ে ভিক্ষাসঙ্কোচাদি করিতেন।

পরমানন্দপুরী ও প্রভুর রামচন্দ্রপুরীকে যথোচিত পদমর্য্যাদা-দান ঃ—

পরমানন্দপুরী কৈল চরণ বন্দন ।
পুরী-গোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর সাম্প্রদায়িক ব্যবহার ঃ—

মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে দণ্ডবৎ নতি ।
আলিঙ্গন করি' তেঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥ ৭ ॥

জগদানন্দের ভিক্ষা-দান ঃ—

তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণ ।
জগদানন্দ-পণ্ডিত তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ ৮ ॥

স্বয়ং যথাতিরিক্ত ভোজনপূর্ব্বক ভিক্ষাদাতার বা পরিবেশন-কারীর নিন্দা ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আনিলা ভিক্ষার লাগিয়া ।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিলা তেঁহো নিন্দার লাগিয়া ॥ ৯ ॥

স্বয়ং জগদানন্দকে প্রচুর ভোজন করাইয়া 'অত্যাহারি'-জ্ঞানে গৌরগণের নিন্দা ঃ—

ভিক্ষা করি' কহে পুরী,—"শুন জগদানন্দ ।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥" ১০ ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি' খাওয়াইল ।
আপনে আগ্রহ করি' পরিবেশন কৈল ॥ ১১ ॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল ।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

যথার্থ শুদ্ধবৈরাগ্যবান্ গৌরগণের বৈরাগ্যহীন-জ্ঞানে নিন্দা ঃ—

"শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ ।
'সত্য' সেই বাক্য,—সাক্ষাৎ দেখিলুঁ এখন ॥ ১৩ ॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াঞা করে ধর্ম্মনাশ ।
বৈরাগী হঞা এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি 'ভাস' ॥" ১৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব ঃ—

এই ত' স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া ।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াঞা ॥ ১৫ ॥

গুরুত্যক্ত রামচন্দ্রপুরীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত-বর্ণন ; গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর অপ্রকটকালে রামচন্দ্রের আগমন ঃ—

পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান ।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥ ১৬ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে-কৃষ্ণকীর্ত্তন ঃ—

পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন ॥ ১৭ ॥

শুষ্কজ্ঞানী রামচন্দ্রের মর্ত্ত্যজ্ঞানে গুরু-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ঃ—

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে ।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥ ১৮ ॥

রামচন্দ্রের চিদ্বিলাস-বিরোধ ঃ—

"তুমি—পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন ??" ১৯ ॥

গুরুমাধবেন্দ্রপুরীর রামচন্দ্রকে অপরাধি-জ্ঞানে ক্রোধভরে উপেক্ষা ও ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল ।
"দূর দূর, পাপী" বলি' ভর্ৎসনা করিল ॥ ২০ ॥
"কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা' ।
আপন-দুঃখে মরোঁ—এই দিতে আইল জ্বালা ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। ভাস—আভাসমাত্রও।

অনুভাষ্য

৫-৬। রামচন্দ্রপুরী স্বভাবতঃ মৎসর ও হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধী হইলেও বহির্দ্দৃষ্টিতে ত্যক্তগৃহ বা সন্ন্যাসীর বেশধারী ছিলেন বলিয়াই লোকসমাজে তৎকালে 'গোসাঞি' (গোস্বামী) নামে অভিহিত হইতেন। বর্ত্তমানকালে সমাজে চলিত বিকৃত প্রথার ন্যায় জাতি, কুল বা বংশধারাক্রমেই এই ত্যক্তগৃহোচিত উপাধিটী যে ব্যবহৃত হইত না, তাহার প্রমাণ এস্থলে পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

৭। মহাপ্রভুকে ঈশ্বরপুরীর অনুগতজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিমাত্রেরই যোগ্য-সম্ভাষণ 'কৃষ্ণ' স্মরণ করিলেন। সন্ন্যাসিগণকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা 'ওঁ নমো ভগবতে নারায়ণায়' বলিয়া কৃষ্ণ স্মরণ করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে জীবকে আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করিবার বিধি নাই ; স্মৃতি বলিয়াছেন,—'সন্ন্যাসী—নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ।'

২০। রামচন্দ্রপুরী স্বীয় গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতর দেখিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভু বারাণসী অবস্থানকালে শ্রীরামচন্দ্রপুরীর মঠে কিছুকাল লুকাইয়া ছিলেন। "রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া। রহিলেন দুইমাস বারাণসী গিয়া।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১০৫)। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ইহার 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' জানাইয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া থাকিবার কথা অবগত আছেন। রামচন্দ্রপুরী—মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক কপট শিষ্য, তাঁহার মায়াবাদের প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল। প্রকাশ্যভাবে রামচন্দ্রপুরীর মঠে অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্তগণের সহিত অন্যত্র বাস করিতেন। রামচন্দ্রপুরী সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, সুতরাং যতি-জীবনে সেই মঠে অবস্থানে বহির্জগতে দোষারোপের অবকাশ ছিল না।

মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি ।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ না পাইনু, মরোঁ আপনার দুঃখে ।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥" ২৩ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধবশে বিষয়ভোগ বা সংসারবাসনা ঃ—

এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল ।
সেই অপরাধে ইঁহার 'বাসনা' জন্মিল ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ বা স্বরূপ-তদ্রূপবৈভবাদি চিদ্বিলাস-দর্শনবিহীন বিষ্ণুনিন্দারম্ভ ঃ—

শুষ্ক-ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের 'সম্বন্ধ' ।
সর্ব্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥ ২৫ ॥

শ্রীল ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী গুরুভক্তি ঃ—

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন ।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥ ২৬ ॥

আদর্শ গুরুসেবার নিদর্শন ঃ—

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুপ্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
বর দিলা—"কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥" ২৮ ॥

গুরুর নিকট একের কৃপালাভের ফল, অপরের বঞ্চনালাভের ফলে তারতম্য ঃ—

সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর' ।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥ ২৯ ॥

হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও দণ্ডলাভের দৃষ্টান্তদ্বয়-দ্বারা লোকশিক্ষা ঃ—

মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে ।
এই দুইদ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥ ৩০ ॥

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভাবস্থায় মাধবেন্দ্রগোস্বামীর অপ্রাকট্য ঃ—

জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেমদান ।
এই শ্লোক পড়ি' তেঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ৩১ ॥

পদ্যাবলীতে (৩৩০) ধৃত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-বাক্য—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥৩২॥

শ্লোকের মর্ম্মার্থ বা তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা ঃ—

এই ত' শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম করে উপদেশ ।
কৃষ্ণের বিরহ, ভক্তের ভাববিশেষ ॥ ৩৩ ॥

মাধবেন্দ্র—কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষের অঙ্কুর, শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অঙ্কুরোদ্গত পরিবর্দ্ধিত মূল-বিটপী ঃ—

পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর ।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। বাসনা—শুষ্কজ্ঞান-বাসনা, তাহা হইতে ভক্তদিগের নিন্দা।

অনুভাষ্য

হইয়া লৌকিক-বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে প্রাকৃত-অভাবজন্য শোক-কাতর জানিয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

২৪। এতদ্বিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভে (১১১ সংখ্যায়) 'বাসনাভাষ্য'-ধৃত ভগবৎপরিশিষ্ট বচন—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাম্। যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।।"* অথবা ভাঃ ১০।২।৩২ শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত লঘুতোষিণী টীকায় ঐ বাসনাভাষ্য-ধৃত ভগবৎপরিশিষ্টেরই পাঠান্তর,—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্য-পরাধিনঃ।।" এবং রথযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণান্তর-বচন—"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ।।"* প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য দ্রষ্টব্য।

২৫। নির্ব্বন্ধ—নিষ্ঠার সহিত পরনিন্দায় আসক্তি। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ সম্বন্ধজ্ঞানে অপটু হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না ; জড়ীয়বিতর্কবলে ব্রহ্ম-বিষয়ে জড়তর্ক প্রয়োগ করে এবং কৃষ্ণভক্তিকে মোক্ষ-সাধকের ফলভোগ-পিপাসামূলক কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্যতম ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করে এবং ভগবদ্ভক্তকে ও তাঁহার অপ্রাকৃত ভক্ত্যনুশীলনকে চতুর্ব্বর্গপ্রাপক কর্ম্মসাধনমাত্র জ্ঞান করিয়া নিন্দা করে। অধোক্ষজ গুরু বা ভক্তের চরণে অপরাধ হইলেই জীব এতাদৃশ ভয়ানক অজ্ঞানের মধ্যে পতিত হয়।

২৬। শ্রীপাদ-সেবন—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের সেবা।

৩০। মহাত্মা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট ঈশ্বরপুরী প্রচুর অনু-গ্রহ পাইয়াছিলেন, আর রামচন্দ্রপুরী কেবলমাত্র নিগ্রহ পাইলেন।

---

* *অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসারবাসনা-প্রাপ্ত হন (পাঠান্তরে—কর্ম্মদ্বারা পুনরায় বন্ধনপ্রাপ্ত হন)। *—জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময়ে সংসারবাসনা-প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ঐকান্তিক যোগিগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিলিপ্ত হন না।*

মাধবেন্দ্রের অন্তর্দ্ধান-শ্রবণে জীবের কৃষ্ণবিরহোত্থ সেবা-শিক্ষা ঃ—

প্রস্তাবে কহিলুঁ পুরী-গোসাঞিির নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৫ ॥

রামচন্দ্রপুরীর শুষ্কবৈরাগ্য ঃ—

রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব, কভু রহে কোন স্থলে ॥ ৩৬ ॥

পরচ্ছিদ্রান্বেষী রামচন্দ্রপুরী ঃ—

অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর দৈনিক ভিক্ষা-বিবরণ—প্রভুসহ শ্রীঈশ্বরপুরীশিষ্য গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের একত্র ভিক্ষা ঃ—

প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারি পণ।
কভু কাশীশ্বর, গোবিন্দ খায় তিনজন ॥ ৩৮ ॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি-উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে, চারিপণ-নির্ণয় ॥ ৩৯ ॥

স্বয়ং প্রভুকেও মর্ত্ত্যজ্ঞানে তদ্দোষান্বেষণ ঃ—

প্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥ ৪০ ॥

অধোক্ষজ স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণ ও নির্দ্দোষ ঃ—

প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি' বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥ ৪১ ॥

সন্ন্যাসীর বিধি ও নিষেধ ঃ—

'সন্ন্যাসী হঞা করে মিষ্টান্ন-ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ ?' ৪২ ॥

সর্ব্বত্র প্রভুনিন্দা, অথচ প্রত্যহ প্রভুদর্শন ঃ—

এই নিন্দা করি' কহে সর্ব্বলোক-স্থানে।
প্রভুরে দেখিতেহ অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর মর্য্যাদা-প্রদান, রামচন্দ্রের নিন্দা বিষোদ্গার ঃ—

প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করেন সম্ভ্রম, সম্মান।
তেঁহো ছিদ্র চাহি' বুলে,—এই তার কাম ॥ ৪৪ ॥

স্বনিন্দা-শ্রবণেও প্রভুর পুরীকে পদোচিত সম্মান-দানপূর্ব্বক বঞ্চনা ঃ—

যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥ ৪৫ ॥

একদা প্রাতে প্রভুগৃহে পিপীলিকা-শ্রেণী-দর্শনে স্বয়ং ভগবান্ প্রভুর বৈরাগ্যনিন্দনান্তে প্রস্থান ঃ—

একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি' কিছু কহেন উত্তর ॥ ৪৬ ॥

রামচন্দ্রপুরী-বাক্য—

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥৪৭॥"

স্বকর্ণে প্রভুর পুরীকর্ত্তৃক অনৃত-নিন্দা-শ্রবণ ঃ—

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন 'কল্পিত' নিন্দন ॥ ৪৮ ॥

বিবর্ত্তবুদ্ধিবশেই ভগবানে দোষারোপ ঃ—

সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাঞা দোষ লাগায় ॥ ৪৯ ॥

স্বনিন্দা-শ্রবণে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপী প্রভুর ভয় ও লজ্জা ঃ—

শুনি' তাহা প্রভুর সঙ্কোচ-ভয় মনে।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচনে ॥ ৫০ ॥

স্বীয় দৈনিকভিক্ষা-সঙ্কোচন ও গোবিন্দের নিকট তৎপরিমাণ-নির্দ্ধার ঃ—

"আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত' নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫। নির্যাণ—অপ্রকট।

৩৭। অন্যের ভিক্ষার স্থিতির—অন্যলোকে যাহা ভিক্ষা করেন, তাহার নিয়ম বুঝিয়া লয়েন।

অনুভাষ্য

৩২। মধ্য, ৪র্থ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। ভাববিশেষ—বিপ্রলম্ভ-ভাবস্ফূর্ত্তি ; প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ে সম্ভোগের নামে সাধকের মধ্যে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য আসিয়া বিপ্রলম্ভের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত করে।

৩৭। 'অপর সন্ন্যাসী কোথায় কি পরিমাণ ভিক্ষা করে, কোথায় বা বাস করে, ইত্যাদি পরের চর্চ্চা বা হিসাব লইয়া রামচন্দ্রপুরী দিনপাত করেন। নিশ্চয়—হিসাব।

৪৭। প্রাকৃত-হেয়ত্বাদি গুণের অতীত পূর্ণনির্দ্দোষ-বিগ্রহ স্বয়ং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। "রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, সেইকারণে পিপীলিকাসকল বেড়াইতেছে! অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসিদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা!'—এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

৪৮। কল্পিত-নিন্দন—মিথ্যা-আরোপিত নিন্দা।

অনুভাষ্য

ভগবান্ মহাপ্রভুর কোন না কোন ছিদ্র পাইবার আশায় রামচন্দ্র অনেক যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় এবং প্রভুর গৃহে কোন প্রকার মিষ্টদ্রব্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হইলেও বহু পিপীলিকা বেড়াইতে দেখিয়া রাত্রিকালে তথায় গুড় ছিল, অনুমান করিলেন; উদ্দেশ্য,—কোন ছিদ্র উল্লেখপূর্ব্বক নিজ-মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিবেন।

৫১। জগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন মাটীর হাঁড়িতে পাওয়া যায়। 'প্রমাণ'-হাঁড়ির চতুর্থভাগকে 'একচৌঠি' বলে।

পরিমাণাতিরিক্ত-গ্রহণে স্থানত্যাগ-ভয়প্রদর্শন ঃ—

ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা ।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥" ৫২ ॥

সর্ব্বভক্তকে প্রভুর কঠোরাদেশ-জ্ঞাপন, সকলের দারুণ দুঃখ ঃ—

সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত্ ।
শুনি' সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত ॥ ৫৩ ॥

দুরাত্মা রামচন্দ্রপুরীকে প্রাণাধিক প্রভুর বিরোধি-জ্ঞানে ভক্তগণের নিন্দা ঃ—

রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার ।
"এই পাপিষ্ঠ আসি' প্রাণ লইল সবার ॥" ৫৪ ॥

এক বিপ্রের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

সেইদিন একবিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ।
এক-চৌঠি ভাত, পাঁচ-গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫৫ ॥

প্রভুর জন্য গোবিন্দের যথানির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ প্রসাদ-গ্রহণ, প্রভুর সামান্যাহারে বিপ্রের দুঃখ ঃ—

এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার ।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র, করে হাহাকার ॥ ৫৬ ॥

প্রভুর অর্দ্ধ-ভোজন, গোবিন্দের অবশিষ্টার্দ্ধ-প্রাপ্তি, ভক্তগণের অন্ন-জল-ত্যাগ ঃ—

সেই ভাত-ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল ।
যে কিছু রহিল, তাহা গোবিন্দ পাইল ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধাশন করেন প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন ।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ ৫৮ ॥

গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে অন্যত্র ভিক্ষা-গ্রহণে আদেশ ঃ—

গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈলা আজ্ঞাপন ।
"দুঁহে অন্যত্র মাগি' কর উদর ভরণ ॥" ৫৯ ॥

প্রভুর ভোজনসঙ্কোচ-ফলে ভক্ত-দুঃখশ্রবণে রামচন্দ্রের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল ।
শুনি' রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ আইল ॥ ৬০ ॥

মানদ আচার্য্যরূপী প্রভুর সর্ব্বদাই রামচন্দ্রকে মান-দান ঃ—

প্রণাম করি' প্রভু কৈলা চরণ-বন্দন ।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥ ৬১ ॥

প্রভুকে যতিধর্ম্ম শিক্ষা-দান ঃ—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ' ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥ ৬২ ॥

শুষ্কবৈরাগ্যকে সন্ন্যাস অর্থাৎ ভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া কেবল মুখেই প্রচার ঃ—

তোমারে ক্ষীণ দেখি, শুনি,—কর অর্দ্ধাশন ।
এই 'শুষ্ক-বৈরাগ্য' নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বাবস্থায় যুক্তবৈরাগ্যেই সিদ্ধিলাভ ঃ—

যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে 'বিষয়'-ভোগ ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বত্র যুক্তবৈরাগ্যযুক্ ভক্তিযোগেই অনর্থ-নাশ ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬।১৬-১৭)—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ৬৫ ॥
যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥" ৬৬ ॥

অমানি-ধর্ম্মের আদর্শ প্রভুর দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—'অজ্ঞ বালক মুই, 'শিষ্য' তোমার ।
মোরে শিক্ষা দেহ',—এই ভাগ্য আমার ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর ভক্তগণের অর্দ্ধভোজন-শ্রবণ ঃ—

এত শুনি' রামচন্দ্রপুরী উঠি' গেলা ।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে,—গোসাঞি শুনিলা ॥৬৮॥

একদিন পরমানন্দপুরীপ্রমুখ ভক্তগণের প্রভুকে পরিমিতান্ন-গ্রহণে অনুরোধ ও তৎসমীপে রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব ও ব্যবহার-নিন্দা ঃ—

আর দিন ভক্তগণসহ পরমানন্দপুরী ।
প্রভু-পাশে নিবেদিলা দৈন্য-বিনয় করি' ॥ ৬৯ ॥
"রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব ।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি' কিবা হবে লাভ ?? ৭০ ॥
পুরীর স্বভাব,—যথেষ্ট আহার করাঞা ।
যে না খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥ ৭১ ॥
খাওয়াঞা পুনঃ তারে করয়ে নিন্দন ।
'এত অন্ন খাও'—তোমার কত আছে ধন ?? ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫-৬৬। হে অর্জ্জুন, অনেক ভোজনে 'যোগ' হয় না ; একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও 'যোগ' হয় না এবং অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা-ত্যাগদ্বারাও 'যোগ' হয় না। আহার-বিহার-কর্ম্মসকলে চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণাদি উপযুক্তরূপে নিয়মিত হইলে দুঃখ-নাশক 'যোগ' হয়।

অনুভাষ্য

৬৫। হে অর্জ্জুন, অত্যশ্নতঃ (অত্যধিকভোজনশীলস্য) তু যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (স্বল্পাহারনিরতস্য নিরাহারিণঃ), ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য (অধিকনিদ্রাশীলস্য) ন চ জাগ্রতঃ (অনিদ্রস্য) এব যোগঃ অস্তি।

৬২। যুক্তাহারবিহারস্য (পরিমিতভোজনশয়নাদিপরস্য)

সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াঞা কর ধর্ম্ম নাশ!
অতএব জানিনু,—তোমার কিছু নাহি 'ভাস' ॥ ৭৩ ॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করয় সদায় ॥ ৭৪ ॥

হিংসার্থ পরের ছল বা ছিদ্রান্বেষণ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ ঃ—

শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।১)—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশংসা-বিধি অপেক্ষা পরবর্ত্তী নিন্দা-নিষেধরূপ বিধিই শাস্ত্রোদ্দেশ্য ঃ—

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে 'বলিষ্ঠ' জানিয়া ॥ ৭৭ ॥

পরবিধিরই অধিকতর গুরুত্ব ঃ—

ন্যায়বচন ঃ—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরিবিধির্বলবান্ ॥ ৭৮ ॥

রামচন্দ্রপুরীর মক্ষিকা-বৃত্তি ঃ—

যাঁহা গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ ॥ ৭৯ ॥

রামচন্দ্রের ব্যবহার ও স্বভাবে ভক্তগণের মর্ম্মন্তুদ দুঃখ ঃ—

ইঁহার স্বভাব ইঁহা কহিতে না যুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম-দুঃখ পায় ॥ ৮০ ॥

রামচন্দ্রবাক্যকে তুচ্ছ-জ্ঞানে প্রভুকে অন্নগ্রহণে অনুরোধ ঃ—

ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর?
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান',—সবার বোল ধর ॥" ৮১ ॥

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুকর্ত্তৃক যতিধর্ম্মবিধি-নির্ণয় ; বিধির অতীত ঈশ্বর ও অধীন বদ্ধজীবে সমবুদ্ধিকারীই 'প্রাকৃত-সহজিয়া' ; আবার স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈরাগ্য-বাধ্য জীবজ্ঞানে যতিবেষী আচার্য্যকে নৈরপেক্ষ্য-শিক্ষা-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ?? ৮২ ॥
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহারমাত্র খায় ॥" ৮৩ ॥

ভক্তগণের আগ্রহে প্রভুর অর্দ্ধ-স্বীকার ঃ—

তবে সবে মেলি' প্রভুরে বহু যত্ন কৈলা।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিলা ॥ ৮৪ ॥
দুইপণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুইজন ভোক্তা, কভু তিনজনে ॥ ৮৫ ॥

অভক্ত বর্ণ-ব্রাহ্মণ ও পাঙ্‌ক্তেয়-ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভুর ভিক্ষা-গ্রহণ-রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ-মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥ ৮৬ ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু 'প্রসাদ' আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥ ৮৭ ॥

গদাধর, ভগবান্ ও সার্ব্বভৌমের গৃহে ভক্তাধীন ভগবানের ভোজন ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞি, ভগবান্-আচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৮৮ ॥
তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবেন না।

৭৮। পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্।

অনুভাষ্য

কর্ম্মসু (সাধনানুষ্ঠানাদিষু) যুক্তচেষ্টস্য (পরিমিতারম্ভপরস্য) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিতনিদ্রা-জাগরণনিষ্ঠস্য) দুঃখহা (সর্ব্ব-দুঃখ-নিবৃত্তিহেতুঃ) যোগঃ ভবতি।

৭৬। শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ শুদ্ধজ্ঞানীর আচরণ-বিধি বর্ণন করিতেছেন,—

প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সহ একাত্মকং বিশ্বং পশ্যন্ পরস্বভাব-কর্ম্মাণি (পরেষাং হিংসার্থং স্বভাবান্ কর্ম্মাণি গুণকৃত-নৈসর্গিক-বৃত্ত্যাদ্যনুষ্ঠানানি) ন প্রশংসেৎ, ন গর্হয়েৎ (ন নিন্দেৎ)।

৭৭। 'পরস্বভাব'-শ্লোকে পূর্ব্ববিধি "প্রশংসা করিবে না" এবং পরবিধি "নিন্দা করিবে না" পাওয়া যায়। পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে ; পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে রামচন্দ্র পূর্ব্ববিধি "অপরের প্রশংসা করিবে না" পালন করিয়াছেন ; পরবিধি "অন্যের নিন্দা করিবে না" পালন করেন নাই। সুতরাং রামচন্দ্র পরবিধির সূত্রানুসারে কার্য্য করেন নাই। ইহার অর্থ শ্লেষোক্তিপর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

৭৮। পূর্ব্বপরয়োঃ (প্রাক্-পরয়োর্বিধয়োঃ) মধ্যে পরবিধিঃ (উত্তর-নির্দ্দেশঃ) বলবান্,—পূর্ব্ববিধিং ত্যক্ত্বা পরবিধিঃ গ্রাহ্যঃ ইত্যর্থঃ।

৮০। পায়—পাইয়া।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার-রীতি ঃ—

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর 'অবতার'।
যাঁহা যৈছে যোগ্য, তাঁহা করেন ব্যবহার ॥ ৯০ ॥

প্রভুর কখনও প্রাকৃত জীবের ন্যায় আচরণদ্বারা বঞ্চনা, কখনও পরমেশ্বররূপে পূর্ণকৃপা ঃ—

কভু লৌকিক রীতি,—যেন 'ইতর' জন।
কভু স্বতন্ত্র, করেন 'ঐশ্বর্য্য' প্রকটন ॥ ৯১ ॥

কখনও রামচন্দ্রপুরীকে লৌকিকী মর্য্যাদা-দান, কখনও তৃণবৎ উপেক্ষা ঃ—

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায় ॥ ৯২ ॥

অচিন্ত্য ঈশ্বরের সকল আচরণই নিত্য, শিবদ ও সুন্দর ঃ—

ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব মনোহর ॥ ৯৩ ॥

ভগবদাশ্রয়পরিত্যাগপূর্ব্বক রামচন্দ্রের তীর্থ-যাত্রা ঃ—

এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি' গেলা 'তীর্থ' করিবারে ॥ ৯৪ ॥

তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়-ভার লাঘব ও রুদ্ধশ্বাস-মোচন ঃ—

তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥ ৯৫ ॥

প্রাকৃত শুষ্ক বৈরাগ্যবিধি ত্যাগপূর্ব্বক গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণের সর্ব্বাত্মদ্বারা প্রভু-সন্তোষণ ঃ—

স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ-ভোজন ॥ ৯৬ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞাহেতু গুরুর উপেক্ষা-ফলে জীবের বিষ্ণুবিরোধ বা পাষণ্ডিত্ব ঃ—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯৭ ॥

অপরাধী রামচন্দ্রের ব্যবহারদ্বারা প্রভুর লোকশিক্ষা ঃ—

যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৯৮ ॥

শ্রবণপুটে চৈতন্যচরিতামৃতপান-ফলে হৃৎকর্ণ-রসায়নতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র—যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ৯৯ ॥

চৈতন্যচরিত-শ্রবণেই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র লিখি, শুন একমনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১০০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। অভোজ্যান্ন বিপ্র—যে বিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না।

৯৫। শিরের পাথর—মাথায় যে পাথরের বোঝা ছিল, তাহা অকস্মাৎ পড়িয়া গেলে যেরূপ হাল্কা (লঘু) হয়, সেইরূপ হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।
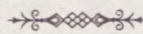
নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ভবানন্দ-রায়ের পুত্র গোপীনাথ-পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করার ফলে বড়জানার অকৃপা ও তজ্জন্য তাঁহাকে প্রথমে চাঙ্গে উত্তোলন ও পরে প্রভুর কৃপা-চ্ছলে তাঁহার উদ্ধার ও উন্নতি বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরভক্তের কৃপায় অধম বিষয়িগণেরও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥ ৩ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভুর নীলাচল-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করেন কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগণ্য-চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যাদ্বারা অধন্য-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

১। অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং (অগণ্যাঃ গণয়িতুমশক্যাঃ অসংখ্যাঃ ধন্যাঃ লব্ধসিদ্ধয়শ্চ যে চৈতন্যগণাঃ চৈতন্যপাদাশ্রিতাঃ